করোনার থাবা মেহেরপুরে:: শহরে রিক্সা, ইজিবাইক ও ভ্যান চলাচল নিষিদ্ধ

মেহেরপুরে প্রথম করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার পর মেহেরপুরে যানবাহন চলাচলে নিষিদ্ধ করেছে জেলা প্রশাসন।
আজ বুধবার দুপুর ১২ টার দিকে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন থেকে মাইকিং করে এ সংক্রান্ত ঘোষনা দেওয়া হয়। এ ঘোষনা সাথে পুলিশ বিভাগের পক্ষ থেকে শহরের বিভিন্ন স্থানে কঠোর অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ।

মুজিবনগরের ব্র্যাক অফিস লকডাউন

মেহেরপুরের মুজিবনগরে ব্র্যাক অফিসের এক স্বাস্থ্য কর্মীর করোনা সনাক্ত হওয়ার পর মুজিবনগর ব্র্যাক অফিস অফিস লকডাউন করা হয়েছে। আজ সকালে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো: উসমান গনি এ ঘোষনা দেন। একই সঙ্গে ব্র্যাক অফিসের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের অফিসে না এসে বাসায় বসে কাজ করার নির্দেশ দেন। এসময় উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. রেজওয়ান আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগর উপজেলা ব্র্যাক অফিসে ২৩ জন স্টাফের মধ্যে ১৭ জন অফিস নিবাসী এবং ৬ জন বিভিন্ন বাড়িতে ভাড়ায় থাকেন। এদের মধ্যে অফিসের ১৭ জনকে অফিসে থাকার এবং বাকি ৬ জনকে নিজ নিজ ভাড়া বাড়িতে হোম কোয়ারেন্টিনে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

করোনা সনাক্ত হওয়া ওই কর্মীর বয়স আনুমানিক ৩৫ বছর। তিনি চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা থানার মুন্সিগঞ্জ গ্রামের বাসিন্দা। দাপ্তরিক কাজে গত ২০ তারিখে কুষ্টিয়া গেছিলেন। ওই দিন থেকে হালকা জ্বর ও কাশিতে ভুগছিলেন। তিনি সেই সন্দেহে স্বেচ্ছায় নমুনা পাঠানোর স্বাস্থ্য বিভাগকে জানিয়েছিলেন।

মেহেরপুরে সনাক্ত হওয়া করোনা রোগীর আশেপাশের ১০ বাড়ি লকডাউন

মেহেরপুরের মুজিবনগরে প্রথম একজনের করোনা সনাক্ত হয়েছে। তিনি বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাকের স্বাস্থ্য কর্মী। উপজেলা প্রশাসন ওই বাড়িসহ আশেপাশের ১০টি বাড়ি লকডাউনের প্রস্তুতি নিচ্ছে।
আজ বুধবার সকালে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো:উসমান গনি বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
জানা গেছে, তিনি বল্লভপুরের একটি বাসায় ভাড়া থাকেন। তিনি একজন পুরুষ। তার বয়স আনুমানিক ৩০ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে।
মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন জানান, আজ বুধবার সকালে ৫জনের ফলাফল এসেছে। তার মধ্যে একজনের ফলাফল পজেটিভ এসেছে। তার শারিরীক অবস্থা ভালো আছে। তাকে বর্তমানে ওই বাড়িতে রেখেই চিকিৎসা দেওয়া হবে। পরবর্তিতে পরিস্থিতি দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
একই সঙ্গে তিনি এই মুহুর্ত থেকে মেহেরপুর বাসীকে আর ঘর থেকে বের না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

পরিবারের সকলকে নিয়ে কোয়ারেন্টিনে ইমরুল কায়েস

মেহেপুরে গ্রামের বাড়িতে সপরিবারে হোম কোয়ারেন্টিনে রয়েছেন জাতীয় দলের ক্রিকেটার ইমরুল কায়েস। আজ সোমবার দুপুরে বাবার দাফন শেষে স্বাস্থ্য বিভাগের নির্দেশনায় তিনি কোয়ারেন্টিনে শুরু

করেন।

মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডাঃ নাসির উদ্দীন জানান, ক্রিকেটার ইমরুল কায়েস সরকারের নির্দেশনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। যেহেতু তিনি ঢাকা থেকে এসেছেন, তাই পরিবারের সবাইকে নিয়ে নিজ বাড়িতে ১৪ দিনের কোয়ারেন্টিনে করতে বলা হয়েছে। তিনি এখন নিজ বাড়িতে কোয়ারেন্টিাইনে আছেন।

আজ সকালে ঢাকা থেকে তার মরদেহ মেহেরপুর সদর উপজেলার উজ্জলপুর গ্রামের বাড়িতে পৌঁছায়। সকাল সাড়ে ১০টার সময় তার নিজ বাড়ির সামনে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে আগেই জনাসমাগম নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিলো। ফলে শুধুমাত্র পরিবারের সদস্যরাই জানাযায় অংশ নেন।

জানাযা শুরুর আগে ইমরুল কায়েস তার বাবার আত্মার মাগফেরাত কামনা করে সবার কাছে দোয়া চেয়েছেন। এছাড়াও দেশের দূর্যোগপূর্ণ এ মুহূর্তে সবাইকে নিয়ে জানাযা করতে না পারায় সবার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়েছেন তিনি।

গত ২৩ মার্চ গ্রামের বাড়ি থেকে মেহেরপুর শহরের যাওয়ার পথে শ্যালো ইঞ্জিন চালিত অবৈধ যান নছিমনের ধাক্কায় গুরুতর আহত হন ইমরুল কায়েসের পিতা বানি আমিন বিশ্বাস (৬০)। প্রায় একমাস (২৮দিন) মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে রোববার রাতে ঢাকার একটি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। রাতেই সপরিবারে পিতার মরদেহ নিয়ে গ্রামের বাড়িতে আসেন ইমরুল কায়েস।

জেলায় ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয়ে দায়িত্ব পেলেন ৬৪ সচিব

করোনাভাইরাস মোকাবেলা ও ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য ৬৪ সচিবকে জেলা ভাগ করে দায়িত্ব বণ্টন করেছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

সোমবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে কর্মকর্তাদের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, কভিড ১৯ প্রতিরোধ ও ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে জেলা পর্যায়ে চলমান ত্রাণ কার্যক্রম সুসমন্বয়ের জন্য সরকার ওই কর্মকর্তাদের জেলাওয়ারি দায়িত্ব প্রদান করেছে।

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে আরও উল্লেখ করা হয়, যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

এর আগে সোমবার সকালে ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের আটটি জেলার প্রতিনিধি ও কর্মকর্তাদের সাথে ভিডিও কনফারেন্সে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেন, করোনাভাইরাস সংক্রমণের কারণে সচিবালয়ে দৈনন্দিন কাজের চাপ কম হওয়ায় সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তারা এখন থেকে জেলা পর্যায়ে ত্রাণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, “আমি প্রত্যেক জেলায় ত্রাণকার্যক্রম তদারকি ও সে বিষয়ে আমার কাছে একটি প্রতিবেদন জমা দেওয়ার জন্য একজন সচিবকে দায়িত্ব দিয়েছি, কারণ করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে সচিবালয়ে তাদের নিয়মিত কাজের চাপ কমে গেছে।”

আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা বলেন, “এছাড়াও, আমি ইতিমধ্যে আমার দলীয় নেতাকর্মীদের নিয়ে সবোর্চ্চ পর্যায় থেকে ওয়ার্ড পর্যন্ত ত্রাণ কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছি। এই কমিটিগুলো স্থানীয় প্রশাসনকে কর্মহীনদের একটি সঠিক তালিকা তৈরি করতে সহায়তা করবে, যাদের সত্যিকার অর্থেই সরকার কর্তৃক সরবরাহ করা খাদ্য সহায়তা প্রয়োজন।” সূত্র-যুগান্তর

পরিবারের সদস্যদের অংশগ্রহণে

ইমরুল কায়েসের বাবার দাফন সম্পন্ন

বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের ব্যাটসম্যান ইমরুল কায়েসের বাবা বানি আমিন বিশ্বাসের জানাযা ও দাফন সম্পন্ন হয়েছে পরিবারের সদস্যদেও অংশগ্রহণের মাধ্যমে।
করোনা সংক্রমণ এড়াতে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন থেকে জানাযা ও দাফন কাজে পরিবারের বাইরে কেউ অংশ নিতে পারবে না বলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।
সোমবার সকাল ৯টার দিকে সদর উপজেলার উজুলপুরে নিজ বাসভবন প্রাঙ্গনে এ জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। এসময় সেখানে পরিবারের ৩০ জন মত সদস্য অংশগ্রহণ করেন। জানাযায় মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাসুদুল আলম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) মোস্তাফিজুর রহমান, সদর থানার ওসি শাহ দারা খানসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
এর আগের দিন রাত ৯টার দিকে ইমরুল কায়েসের বাবা বানি আমিন বিশ^◌াস রাজধানীর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।
সদর উপজেলার নির্বাহী অফিসার মাসুদুল আলম জানান, করোনা সংক্রমণ এড়াতে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত ও জনসমাগম যাতে না হয় সেজন্য এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়।
উল্লেখ্য, গত ২৩ মার্চ মেহেরপুর-কাথুলি সড়কের ছহিউদ্দীন ডিগ্রি কলেজের সামনে আলমসাধুর ধাক্কায় বানি আমিন বিশ্বাস গুরুতর আহত হন। পরে তাকে হেলিকপ্টারে করে চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়। মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার পরপরই ইমরুল কায়েসের বাবার জানাযা ও দাফন কাজে যাতে পরিবারের সদস্য বাদে জনসাধারণ অংশগ্রহণ করতে না পারে সে ব্যাপারে জেলা প্রশাসন থেকে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে কেউ জানাযা ও দাফন কাজে অংশ নিলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে হুশিয়ারি দেন। জনস্বাস্থ্য বিবেচনায় এসিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে বলে এক বিবৃতিতে জানান জেলা প্রশাসক মো: আতাউল গনি।

মেহেরপুরে সরকারি নির্দেশ

অমান্য করায় ৬ ব্যবসায়ীর জরিমানা

সরকারি নির্দেশ অমান্য করে দোকান খোলায় ৬ ব্যবসায়ীর নিকট থেকে জরিমানা আদায় করা হয়৷ সোমবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে ৬ ব্যবসায়ীর নিকট থেকে জরিমানা আদায় করা হয়।

সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাহমুদুল হাসানের নেতৃত্বে মেহেরপুর শহরের বিভিন্ন এলাকার রড সিমেন্টের দোকান, ঘড়ির দোকান, কসমেটিক ও অন্যান্য দোকানে এ আদালত বসানো হয়। এসময় সরকারীর আইন অমান্য করে দোকান খোলার দায়ে ৬ ব্যবসায়ীর নিকট থেকে ৫ হাজার ৮০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

মেহেরপুর জেলা সমাজসেবা

অধিদপ্তরের উদ্যোগে ত্রাণ

বিতরণ

মেহেরপুর জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উদ্যোগে অসহায় কর্মহীন পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

সোমবার সকালে মেহেরপুর শহরের মালো পাড়ায় হরিজণ সম্প্রদায়ের মানুষদের এই খাদ্য উপহার সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপপরিচালক কাজী কাদের মোহাম্মদ ফজলে রাব্বি।

এসময় তিনি বলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এর নির্দেশক্রমে মেহেরপুর শহরের কর্মহীন পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। সেই সাথে পর্যায়ক্রমে অন্যান্য জায়গাতেও খাদ্য বিতরণ করা হবে।

খাদ্য বিতরণে আরও উপস্থিত ছিলেন শহর সমাজ সমন্বয় পরিষদের সভাপতি আমিনুল ইসলাম খোকন, জেলা যুবলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মিজানুর রহমান হিরন, জেলা তাঁতীলীগের সভাপতি সুবাদ আলী প্রমুখ।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুরে যুবলীগ নেতা জনির বাড়িতে পুলিশের তল্লাশি

মেহেরপুর সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান জেলা যুবলীগের সদস্য মিজানুর রহমান জনির বাড়িতে সদর থানা পুলিশের একটি দল তল্লাশি করেছে। পরে কোন কিছু না পেয়ে ভুল ইনফরমেশন বলে চলে যায়।

এ ঘটনায় মিজানুর রহমান জনি রবিবার বিকাল ৫টার দিকে তার ফেসবুকে লাইভে এসেছিলেন। সেখানে তিনি আগামি ২৪ ঘন্টার মধ্যে ভুল তথ্যদানকারীর বিচারের দাবি জানিয়েছেন।

মিজানুর রহমান জনি জানান, গত ১৮ এপ্রিল শনিবার দুপুরে আমার বাড়িতে মেহেরপুর সদর থানার ওসি(তদন্ত) এর নেতৃত্বে এস আই আহসান হাবিব, ইকবাল, কইতরসহ ৬জনের একটি পুলিশের দল যায়। এ সময় প্রতিটি ঘরে তল্লাশির নামে ঘরের জিনিসপত্র ফেলে দেয়। কি কারনে আমার বাড়ি তল্লাশি করা হচ্ছে জানতে চাইলে পুলিশ বলে আমাদের কাছে তথ্য আছে। পরে কোন কিছু ন পেয়ে আামদের কাছে অনুতপ্ত হয়ে চলে যায়। কোন প্রকার সার্চ ওয়ারেন্ট ছাড়াই আমার বাড়িতে তারা এইভাবে অভিযান চালিয়ে আমাদের সম্মান হানি করেছে।

গাংনীতে স্ত্রী হত্যার নেপথ্যে সমিতির ঋন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার পূৃর্ব মালসাদহ এলাকায় স্ত্রী হত্যার রহস্য উন্মোচিত হয়েছে। গত ১৪ এপ্রিল গভীর রাতে স্বামী জুয়েল তার স্ত্রীকে ওড়না দিয়ে ফাঁস দিয়ে মৃত্যু নিশ্চিৎ করে। পরে এ হত্যা কান্ডকে ধামাচাপা দিতে ডাকাতি নাটক সাজায় ঘাতক জুয়েল।

হত্যাকান্ডের বিষয়ে রবিবার মেহেরপুর সিনিয়র চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট শাহীন রেজার খাস কামরায় ১৬৪ ধারায় জবান বন্দী দেয় আসামী জুয়েল।

গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান জানান, গাংনীর দারিদ্র বিমোচন কেন্দ্র নামের একটি এনজিও থেকে স্ত্রী চম্পা ও ঘাতক জুয়েল তার মায়ের নামে ৯৮ হাজার টাকা করে মোট ১লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা ঋন গ্রহন করে তার শশুরকে ব্যবসা করতে দেয়। তার শশুর ৩৫ হাজার টাকা পরিশোধ করে পরে বাকি টাকা দিতে বিলম্ব করে। টাকা ফেরত দিতে বিলম্ব হওয়ার কারণ নিয়ে জুয়েল ও কার স্ত্রীর মধ্যে বাকবিতন্ডা হতো। এর এক পর্যায়ে ঘটনার দিন ১৪ এপ্রিল রাতে স্বামী জুয়েল তার স্ত্রীকে ঘুমন্ত অবস্থায় গলায় ওড়নার ফাঁস দিয়ে হত্যা করে ও পরে ডাকাতির নাটক সাজাতে মৃত স্ত্রীর মাথায় দা দিয়ে আঘাত করে এবং নিজেও নিজেকে আঘাত করে।বর্তমানে সে মেহেরপুর জেল হাজতে রয়েছে।